দক্ষিণ ভারতের বৃন্দাবাদনেও এই বাদ্যের প্রয়োগ হয়।

মৃদঙ্গম ঃ দক্ষিণ ভারতে এই যন্ত্রটির অধিক প্রচলন দেখা যায়। কর্ণাটকী সঙ্গীতে তবলার পরিবর্তে মৃদঙ্গমই ব্যবহার করা হয়। এই বাদ্যটি উত্তর ভারতে প্রচলিত পাখোয়াজের অনুরূপ হইলেও আকৃতিতে কিছু ছোট। ইহা ২২ ইঞ্চি হইতে ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। বামদিকের মুখের ব্যাস সাড়ে ছয় হইতে সাত ইঞ্চি এবং ডানদিকের

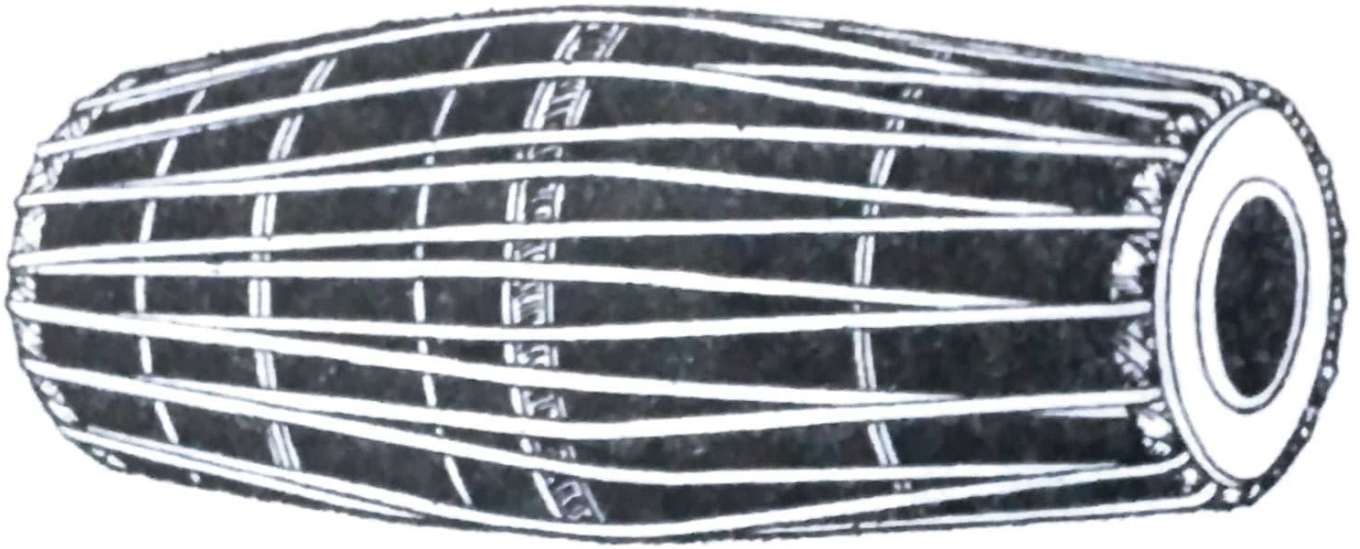

মুখের ব্যাস ছয় ইঞ্চি হইতে সাত ইঞ্চি হয়। কাঠামোর মধ্যভাগের ঘের প্রায় দুইহাত। দুইদিকের মুখ গরু, ভেড়া ও মহিষের চামড়া উপর্যুপরি সাজাইয়া ছাওয়া হয়। উত্তর ভারতের মত দুই পাশের দুই মুখে চামড়ার বদ্ধি দ্বারা টান থাকে তবে কোন গুলি বা গাট্টা লাগান হয় না। কেবল কাণিতে আঘাত করিয়া সুর মিলান হয়। পাখোয়াজের মতই মৃদঙ্গমের ডান দিকে স্থায়ীভাবে গাবের আস্তরণ দেওয়া থাকে। বাম দিকে বাজাইবার সময় আটা বা সুজি মাখিয়া লাগান হয়। উত্তর ভারতীয় মৃদঙ্গে বাঁয়া বাম হাত সোজা

রাখিয়া খুলিয়া বাজান হয়, দক্ষিণ ভারতীয় মৃদঙ্গমের বাঁয়া বাম হাত মুড়িয়া বাজান হয়। মৃদঙ্গমের বাণী—থা, থাকা, থারি, কিটা, গিনা, থেমে, দারি, দি, তা ইত্যাদি।

ঘটম্ বা ঘটবাদ্য : পৌরাণিক যুগে রামায়ণ মহাকাব্যে এই উপতাল বাদ্যটির উল্লেখ আছে। এই বাদ্যটি পাঞ্জাবে 'বাদা', কাশ্মীরে 'ঘড়া' এবং দক্ষিণভারতে ঘটম্ নামে পরিচিত। কর্ণাটকী সঙ্গীতে ঘটম্ সাথসঙ্গত হিসাবে মৃদঙ্গমের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় এবং মৃদঙ্গম্ ও ঘটম্ বাদক পরস্পর সওয়াল-জবাবের কলাকৌশল প্রদর্শন করেন। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে লোকগীতে এই বাদ্যের ব্যবহার হয়। ঘটম্ বাদ্যটি অনেকটা কলসীর আকৃতি। মাটির সহিত লৌহচূর্ণ এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থের মিশ্রণে ইহার কাঠামো গঠিত হয়। এইজন্য ঘটমের গায়ে আঘাত করিলে এক-প্রকার ধাতব শব্দ উৎপন্ন হয়। ঘটম্ বাদক নাভির ঊর্ধ্বদেশে ঘটমের মুখটিকে লাগাইয়া দুই হাতের অঙ্গুলি দ্বারা ঘটমের গলার দিকে এবং মাঝখানে আঘাত করিয়া ধ্বনি উৎপন্ন করেন। ঘটমের বাজনা শুনিতে তবলার মতই লাগে।

দেওয়া হয়। ইহার আওয়াজ মৃদঙ্গের তুলনায় আরো গম্ভীর ও জোরদার হয়। ইহাকে কেরলে শুদ্ধ মদ্দলম্ বলা হয়। দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দিরেই পূজা ও উৎসবের সময় ইহাকে বাজিতে দেখা যায়। কথাকলি নৃত্যেও এই বাদ্যটির সঙ্গত অপরিহার্য।

ছেণ্ডা ঃ দক্ষিণ ভারতের এই বাদ্যযন্ত্রটি আকৃতিতে আমাদের ঢোলের মতই।

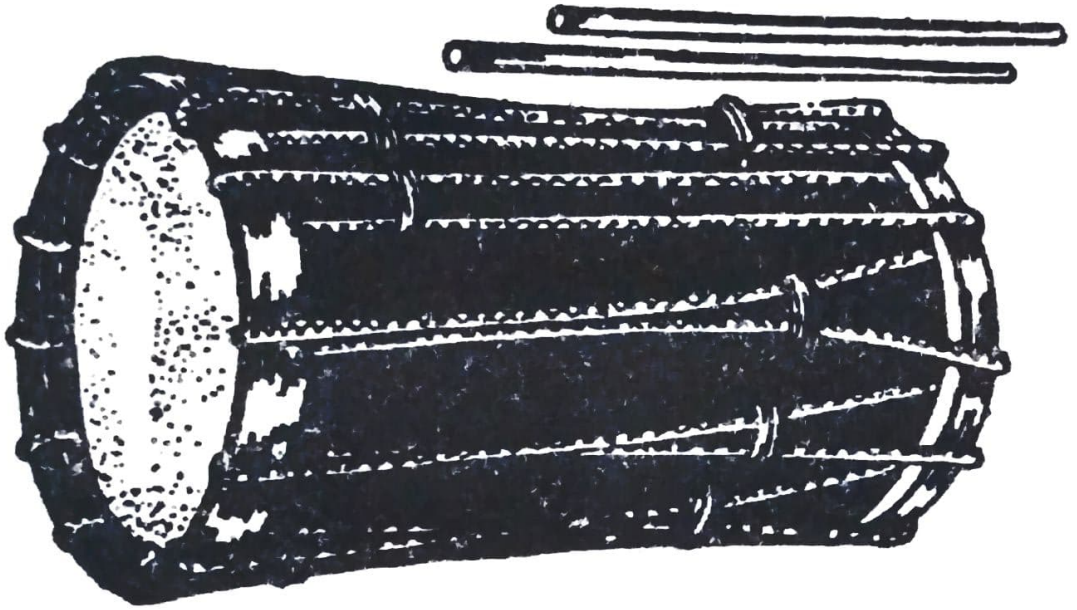

"যক্ষাগ্ন" নামক অতি প্রচলিত কর্ণাটকী নৃত্যনাট্যে এই তালযন্ত্রটির বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই বাদ্যযন্ত্রটিকে দক্ষিণী ভাষায় ছেণ্ডা বা মেলম্ বলা হয়। যন্ত্রটি ঢোলের মত ঝুলাইয়া সামনে পেটের কাছে রাখিয়া দুইহাতে দুইটি কাঠি দ্বারা বাজান হয়। কর্ণাটকে লোকনৃত্যের সহিত এবং কেরলে কথাকলি নৃত্যে মদ্দলমের সহযোগী বাদ্য হিসাবে ছেণ্ডা বাজান হয়।